মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ পঞ্চদশ | বর্ষঃ দ্বিতীয় | মার্চ ২০০৬

রাজধানীতে হেরোইন ও গাঁজা উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৮ মার্চ, ২০০৬ ইং তারিখে সকাল ১০.০০ টায় শ্যামপুর থানাধীন মদিনাবাগ, রায়েরবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১ কেজি হেরোইন, হেরোইন বিক্রিত ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা, হেরোইন মাপ জোঁকের জন্য ব্যবহৃত ১ সেট নিক্তি বাটখারা ও ২ টি মোবাইল সেট উদ্ধার করে। ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ৪ জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে, সোহরাব হোসেন ওরফে বাবুল মিয়া (৪০), নাসিমা বেগম (৩৫), সুফিয়া বেগম (৩৫) এবং সাহিদা আক্তার (৩৫)। তারা রাজশাহীর গোদাগাড়ি হতে নাইটকোচে হেরোইন এনে নিজেদের বাসায় বিভিন্ন কায়দায় ফ্রিজের স্ট্যান্ডের নীচে বিশেষভাবে তৈরী বক্সে এবং সোকেচের নীচে তাকের সাথে অভিনবভাবে তৈরীকৃত বক্সের ভেতর হেরোইন লুকিয়ে রাখত। সংশ্লিষ্ট এলাকায় মামু হিসেবে পরিচিত আসামী বাবুল মিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত এলাকায় হেরোইনের ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে শ্যামপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিকে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের কর্মকর্তারা রাজধানীর ডেমরা থানাধীন গোপালবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি গাঁজাসহ কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী মনোয়ারা বেগম ওরফে মোনুরীকে গ্রেফতার করে। এ ব্যাপারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ডেমরা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মোনুরী দীর্ঘদিন ধরে ডেমরা ও এর আশপাশের এলাকায় গাঁজার ব্যবসা করে আসছিল বলে জানা যায়।

হেরোইনসহ আটককৃত বাবুল, নাসিমা, সুফিয়া ও সাহিদা

কুষ্টিয়ায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে যাবজ্জীবন

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ ইং তারিখে কুষ্টিয়া জেলার বিজ্ঞ দায়রা জজ, ৩য় বিশেষ আদালত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ১৯(১) ৩(খ) ধারায় আব্দুর রাজ্জাক নামের একজন আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করেন। এছাড়াও আসামীকে আরো ২০০০(দুই হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো একবছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। সাজাপ্রাপ্ত আসামী আব্দুর রাজ্জাক কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার তারাগনিয়া বাজার এলাকার বাসিন্দা। অবৈধ ফেনসিডিল ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে আসামীর বিরুদ্ধে দৌলতপুর থানায় মামলা নং ০২ তারিখ ৩/১১/২০০৩ দায়ের করা হয়।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

ফেব্রুয়ারি/০৬ মাসে ৭টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৪৯৯ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃর্বিভাগে ১৫১ জন এবং বহিঃর্বিভাগে ৩৪৮ জন চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। ফেব্রুয়ারি/০৬ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ র্বিভাগ	বহিঃ র্বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৫৮	১৯৫	২৫৩	১৫৫	৯৮
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	-	৩	৩	৩	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৫১	৩৮	৮৯	২৯	৬০
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৩৭	১২	৪৯	১৬	৩৩
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৫	১০০	১০৫	৮৫	২০
মোট	১৫১	৩৪৮	৪৯৯	২৮৮	২১১

সম্পাদকের কথা

মাদকাসক্তি একটি নিরাময়যোগ্য ব্যাধি। সুষ্ঠু চিকিৎসার মাধ্যমে একজন মাদকাসক্তকে মাদকমুক্ত করা সম্ভব। মাদকাসক্তির চিকিৎসাকে সর্বাংশে ডাক্তারী চিকিৎসা হিসাবে গন্য করা যায় না। বরং এটিকে আসক্ত ব্যাক্তির সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং পারিপার্শ্বিকতা সুস্থ্য করণ প্রক্রিয়া হিসাবে গন্য করা যেতে পারে। সে কারনে একজন চিকিৎসক বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এককভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পারেনা। একজন মাদকাসক্ত ব্যাক্তিকে একজন মানসিক বিকারগ্রস্থ ব্যাক্তি হিসাবে বিবেচনা করার স্বাভাবিক প্রবণতা আমাদের মাঝে রয়েছে। বস্তুত মাদকাসক্ত বা মাদক নির্ভর ব্যাক্তি এবং একজন মানসিক বিকারগ্রস্থ ব্যাক্তির মধ্যে বিশাল ফারাক। এ দু'ব্যাধির কারণও ভিন্ন। সে কারনে চিকিৎসার শুরুতেই বুঝে নিতে হবে ব্যাক্তিটি মাদকনির্ভর নাকি মানসিক বিকারগ্রস্থ। ব্যাক্তিটি যদি মাদকনির্ভর বা মাদকাসক্ত হয় তবেই তাকে এ প্রক্রিয়ায় চিকিৎসাদান শুরু করতে হবে। মাদকনির্ভর ব্যাক্তিটির মাদকাসক্ত হবার পিছনে যে বা যেসব কারন কাজ করেছে সহজতর চিকিৎসার স্বার্থে শুরুতে তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সাধারণত হতাশা এবং অসতর্কতার পথ ধরেই একজন ব্যাক্তি মাদকের জগতে প্রবেশ করে। যে জীবনে কোন লক্ষ্য থাকে না কিংবা লক্ষ্য থাকলে তাতে পৌছানোর পারিপার্শ্বিক উপাদানগুলি তাকে উৎসাহ যোগায় না কিংবা তার চলার পথে অবদান রাখে না এবং এর ধারাবাহিকতায় যখন সে তার জীবন লক্ষ্যে পৌছতে ব্যর্থ হয় তখনই তাকে হতাশা পেয়ে বসে। অন্যদিকে জীবনের লক্ষ্যে পৌছানোর উপাদান অনুকূলে থাকলেও যদি ব্যাক্তিটির মাঝে প্রয়োজনীয় সতর্কতা না থাকে তা হলেও ঐ ব্যাক্তি মাদকাসক্ত হয়ে পড়তে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই কোন না কোন রূপে পিয়ার প্রেসার তাকে মাদক জগতে প্রবেশের পথ চিনিয়ে দেয় এবং পৌছে দেয় এক অন্ধকার জগতে। এই যদি হয় অবস্থা তা হলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিতে হবে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এবং এ জন্য চিকিৎসার পাশাপাশি প্রয়োজন নানা সামাজিক-পারিবারিক থ্যারাপি এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম। এ প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন চিকিৎসাদানের মাধ্যমে তার শরীরকে সুস্থ্য করতে হয় পাশাপাশি তার মানসিক অবস্থারও উন্নতি সাধন করতে হয়। তাকে ফিরিয়ে দিতে হয় তার হারিয়ে যাওয়া জীবন সম্পর্কীত আত্মবিশ্বাস। তাকে পুনর্বাসিত করতে হয় সেই স্থানে জীবনের স্বাভাবিক পথ চলতে যেখান থেকে সে বিচ্যুত হয়েছিল। তার সামনে তুলে ধরতে হবে বাস্তব, সোনালী ও সুন্দর জীবনের ছবি এবং তাতে পৌছানোর পথও দেখাতে হবে তাকে। এ প্রক্রিয়ায় সে যখন জীবনকে প্রয়োজনীয় বলে আবিষ্কার করতে পারবে নিজের কাছে, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং মানবজাতির কাছে তখন-ই আর তাকে সেই দুটি কালো বিড়াল হতাশা ও অসতর্কতা ছুতে পারবেনা। সে চলে যেতে পারবে এদের ধরা ছোয়ার উর্ধ্বে সুস্থ্য-সুন্দর সোনালী জীবনে।

অবসর গ্রহণ

মাদকদব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রাজশাহী উপ-অঞ্চলের পরিদর্শক জনাব মোঃ আব্দুল বারী ২১/০১/২০০৬ ইং তারিখে এবং রংপুর উপ-অঞ্চলের উপ পরিদর্শক জনাব মোঃ জাহেদুল হক ২১/০২/২০০৬ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহন প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর) তে গমন করেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব মোঃ আব্দুল বারী ২১/০১/২০০৭ তারিখে এবং জনাব মোঃ জাহেদুল হক ২১/০২/২০০৭ তারিখে সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক ফেব্রুয়ারি/০৬ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৮৩	৮৪
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪২	৫৪
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩১	৩১
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৭	১৯
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৮	৮
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৮	৯
৭	চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪৭	৩৯
৮	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	১১	১১
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৪৩	৪০
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৪	১৬
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৫	২৬
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৫	১
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	২	২
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	৩	-
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	১	১
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	২৮	৩০
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩১	৩৭
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৫	১৫
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৩	৪
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	২	২
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৫৯	৬৫
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	২১	২১
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	২০	২০
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩২	৩৫
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২২	৩০
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১২	১২
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	১০
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	১১
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	২	২
	সর্বমোটঃ	৬০৪	৬৩৫

২৬ জুন উদযাপনে প্রস্তুতিমূলক সভা

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন, ২০০৬ উদযাপন উপলক্ষে গত ২ মার্চ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অধিদপ্তরের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০০৫ সালের জাতীয় পর্যায়ে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন পালনের সফলতা ও অসুবিধার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। ২০০৬ সনে উক্ত দিবস সুষ্ঠু সুন্দর ও সফলভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা ছাড়াও ৬ টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এদিকে গত ২৩ মার্চ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে ঢাকাস্থ মাদকবিরোধী কার্যক্রমের সাথে এনজিদের সমন্বয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন, ২০০৬ উদযাপন উপলক্ষে এনজিওদের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

ফেব্রুয়ারি/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। ফেব্রুয়ারি/০৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬০৪ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৬৩৫ জন। অধিদপ্তরের ফেব্রুয়ারি/০৬ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা,আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১০৯	১১৮	১.১৬৯ কেজি
গাঁজা	২১১	২২০	১০১.০১১ কেজি
গাঁজা গাছ			৩৭৫ টি
অবৈধ গাঁজা সিগারেট			১৫০০ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৪৫	১৪০	১৬৭৬.৪ লিটার
বিদেশী মদ	১৯	১৫	১৬১ বোতল
বিয়ার	২	২	৪২ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৬	৬	২০.৬ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	২	২	২২ লিটার
ফেন্সিডিল	৮৬	১০৭	৪৭০৫ বোতল
ফেন্সিডিল(লুজ)			২৪ লিটার
তাড়ী(টোডি)	৭	৭	৮৪০ লিটার
পেথিডিন	২	৩	৪৯ এ্যাম্পুল
টি.ডি.জেসিক ইঞ্জেকশন	২	২	১২ এ্যাম্পুল
জাওয়া	৭	৭	১৫৫১৩ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	৪	৪	১৫৪ এ্যাম্পুল
ইয়াবা ট্যাবলেট	২	২	১৬৫ টি
নগদ অর্থ			৬৩৭০৩ টাকা
সিএনজি			২ টি
মোবাইল সেট			৪ টি
ট্রাক			১ টি
মোট	৬০৪	৬৩৫	

সুভ্যেনির-২০০৬ এর লেখা আহবান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন,২০০৬ উদযাপন উপলক্ষে তথ্যবহুল, বিশ্লেষণাত্বক ও মানসম্পন্ন সুভ্যেনির প্রকাশের লক্ষ্যে মাদক অপরাধ দমনে কৌশলগত দিক, মাদকদ্রব্যের যেকোন তাত্ত্বিক বিষয়, মাদকদ্রব্য সম্পর্কিত **International Convention, Demand Reduction, Harm Reduction, HIV/AIDS** এবং মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত লেখা এবং অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল/গোয়েন্দা অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য মামলা ও উদ্ধারকৃত আলামত সংক্রান্ত ছবি, গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের ছবি, কর্মকর্তাগণের বিদেশে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ছবি এবং এনজিওদেও সাথে এ সংক্রান্ত কর্মকান্ডের ছবি আগামী ১৫ এপ্রিল ২০০৬ এর মধ্যে ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল/ গোয়েন্দা অঞ্চলকে আহবান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য প্রেরিত লেখা কম্পিউটারে কম্পোজপূর্বক হার্ডকপি ও সিডি/ফ্লপি ডিস্ক এ প্রেরণ করতে হবে।

আইন-আদালত

ফেব্রুয়ারি/০৬ মাসে মোট ২৬২ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১১৪ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৪৭ টি । সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যাা ১৩৭ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৭৩ জন। ফেব্রুয়ারি/০৬ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২৯৮৯৬ টি । উপ-অঞ্চলভিত্তিক নিস্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	ফেব্রুয়ারি/ ০৬ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৫০	৬০	৪৫০৬
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৯	১৩	২৮৩৪
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	২	২	২০১৪
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৪	৪	৪৫৪
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১	১	৪৬২
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৩	৩	৪৪০
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	১	১	২৩১৬
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	-	-	৭৪০
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৪০৭
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	১	১	১৫১০
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৩	৫	৫১৪
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১২৭
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	৫
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৪৯
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৩৩১
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	৭	৭	২০০২
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৪	৬	৭০৭
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	৬	৬	৯৫১
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৫	৫	৬২৬
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৯৬
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৩	৩	২৪১
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৭৩
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	-	-	৩০৮০
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	-	-	১৩২৯
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	২	২	১০৮৩
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	৭	১০	১৫০২
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৫	৭	১২৩৪
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	১	১	২৬৩
	সর্বমোটঃ	১১৪	১৩৭	২৯৮৯৬

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগওয়ারী ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের সাথে ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	বিভাগের নাম	ফেব্রুয়ারি/০৫	ফেব্রুয়ারি/০৬
১।	ঢাকা বিভাগ	৩৮,১৪,৮৫৬	৩৭,৭৮,০৮৯
২।	চট্টগ্রাম বিভাগ	৫৫,৮৩,০৫৬	৫৫,২১,৪৪৬
৩।	খুলনা বিভাগ	১,৬০,৬৫,১০১	১,২৯,৬৩,১২৯
৪।	রাজশাহী বিভাগ	৩১,১১,৮০৫	৩৫,০২,৩০৭
	মোট	২,৮৫,৭৪,৮১৮	২,৫৭,৬৪,৯৭১

কুষ্টিয়ায় উদ্ধারকৃত গাঁজা গাছের পাশে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা

কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থেকে বিপুল পরিমান গাঁজা গাছ ও গাঁজা উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চলের কুষ্টিয়া সদর সার্কেলের একটি বিশেষ টিম পুলিশের সহায়তায় গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ ইং তারিখে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানাধীন ভোরকাপাড়া, হাটখোলা পাড়া ও সোনাই কুন্ডি এলাকায় ১৮ টি অভিযান পরিচালনা করে ৩৭৫ (তিনশত পঁচাত্তর) টি বৃহৎ আকৃতির গাঁজা গাছ ও ৪(চার) কেজি গাঁজা উদ্ধার করেন। অবৈধ গাঁজার ব্যবসা ও চাষের অপরাধে দৌলতপুর থানায় ৯ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৯ টি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতরা দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধভাবে গাঁজার চাষাবাদ করে আসছিল বলে জানা যায়।

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত মাসিক বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি/০৬ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসরস এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৫ হতে ফেব্রুয়ারি/০৬ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	ফেব্রুয়ারি/০৬ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	১,২০২.৪৬৯ মেঃ টন	৭০.৭০৫ মেঃ টন
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	২৩১.০২৬ মেঃ টন	-
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	৩০১.৮০০ মেঃ টন	-
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	৩৪৪.৪২৫ মেঃ টন	৪৫.৪৯৮ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	২৭১.৭০০ মেঃ টন	৪০ মেঃ টন

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর বিশেষ গুরত্ব আরোপ করে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থাও স্ব-স্ব এলাকায় নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ ফেব্রুয়ারি/০৬ মাসে মোট ৫৭৪ টি নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে। ফেব্রুয়ারি/০৬ মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষাঙ্গন কর্মসূচী - ৩৯ টি।
২. মাইকিং- ২৫ টি।
৩. প্রামাণ্য চিত্র/সিডি প্রদর্শন- ৮ টি।
৪. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ৪৩৪ টি।
৫. প্রশিক্ষণ কর্মসূচী- ৫ টি।
৬. অপারেশনকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম- ২৪ টি।
৭. এনজিও বিষয়ক কর্মসূচী- ১০ টি।
৮. অন্যান্য কর্মসূচী- ২৯ টি।

রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন নমুনার মাসিক প্রতিবেদন

মাদকদ্রব্য নিযন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামতের রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করে থাকে। ফেব্রুয়ারি/০৬ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার চিত্র নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	নমুনা প্রাপ্তি	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৬১৩	৬১১	০	৬১১	২
পুলিশ	৪২৮	৪২৮	০	৪২৮	০
বিডিআর	১	১	০	১	০
সর্বমোট	১০৪২	১০৪০	০	১০৪০	২

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।